জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন সভা

ভূমিকা:

কোস্ট ট্রাস্ট নারী-পুরুষের সমতা অর্জন তথা জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে জেন্ডার ইস্যুকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রস কাটিং ইস্যু হিসাবে বিবেচনা করে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। আর একাজটি যথাযথভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোস্ট ট্রাস্ট এর সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতিমালা রয়েছে যা সঠিকভাবে প্রতিপালনে প্রতিষ্ঠানটি সদা সচেষ্ট থাকে। সংস্থাটি বিশ্বাস করে নারীর প্রতি ইতিবাচক বৈষম্যকরণের মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন এবং সমতা বিধান সম্ভব।

একইসাথে এই প্রক্রিয়াকে গতিশীল রাখতে প্রতিষ্ঠানটি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পৃথক একটি নীতিমালা তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সেই তাগিদ থেকে গত ১৪ মে, ২০০৯ সালে প্রদত্ত মহামান্য হাইকোর্টের দিক-নির্দেশনামূলক নীতিমালা অনুযায়ি একটি 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা' প্রণয়ন করে। সেখানে কোন কর্মী যদি, নারী কর্মী /উপকার ভোগির প্রতি যৌন হয়রানি/নির্যাতন বিষয়ক ইস্যুর সাথে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া যায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে সংস্থার শৃংখলা অনুযায়ি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এই উদ্দেশ্যে সংস্থার সকল কর্মীকে নিয়ে জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াসে ভোলা, আউটরীচ, নোয়খালী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার এই পাঁচটি অঞ্চলে নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক 'জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা' এর আয়োজন করে সংস্থা। যেখানে নারীকর্মীগণ তাদের প্রাপ্য সুবিধাদি, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এর থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরবর্তীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমস্যাসমূহ সমাধানে উদ্যোগী হন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ০৮ মে, ২০১৫ নোয়াখালী অঞ্চলে জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা আয়োজনে যৌথভাবে সমন্বয় করেন ফেরদৌস আরা রুমী, সহকারি পরিচালক-জেন্ডার ও প্রশিক্ষণ এবং ফিরোজ আলম, আর পি সি, নোয়াখালী।

সভা আয়োজনের লক্ষ্য:

- জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি।

উদ্দেশ্যসমূহ:

- এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মীকে, নারী-পুরুষ-ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠি নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকারে বিশ্বাসী করা;
- পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও সংস্কৃতি বিলোপের ক্ষেত্র হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অঙ্গিকার করা;
- সব ধরনের কাজ করার ক্ষমতাই নারীরা রাখে, এমন উদাহরণ সৃষ্টি করে সকলকে উৎসাহিত করা;
- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীর প্রতি যেকোনো ধরনের অশোভন বাক্য, মন্তব্য ও আচরণ করা বা প্রদর্শন ইত্যাদি থেকে প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা;
- সুযোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয় ধরনের কর্মীকেই সমভাবে বিবেচনা করা এবং
- জেন্ডার নীতিমালা এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা যথাযথভাবে মেনে চলা।

পদ্ধতি:

- নিবিড় বৈঠক
- আলোচনা
- উপস্থাপনা উপস্থাপন

নোয়াখালী অঞ্চল

স্থান : এনরাশ ট্রেনিং সেন্টার, মাইজদি, নোয়াখালী
তারিখ : ০৮ মে, ২০১৫, সময় : সকাল ১০.০০– বিকাল ৫.০০টা

অংশগ্রহণকারী :
নোয়াখালী, ফেনী এবং লক্ষীপুর কর্মএলাকার সমকর্মীবৃন্দ।

ভূমিকা:
জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নোয়াখালী অঞ্চলের সকল কর্মীর সঙ্গে গত ০৮ মে, ২০১৫ দিনব্যাপি সভা পরিচালিত হয়। সভাটি দুই ভাগে সম্পন্ন হয়। প্রথম সভায় উক্ত অঞ্চলের সকল নারী কর্মী এবং দ্বিতীয় সভায় সকল পুরুষ কর্মী অংশগ্রহণ করেন। সভা পরিচালনা করেন সহকারি পরিচালক– জেন্ডার এবং প্রশিক্ষণ ফেরদৌস আরা রুমী। সভায় মোট ৬৮ জন নারী–পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। সমন্বয় করেন ফিরোজ আলম, আর পি সি, নোয়াখালী।

সকালের অধিবেশন:
এসময় নারী কর্মীদের সাথে ফেরদৌস আরা রুমী নিবিড় সভা পরিচালনা করেন। নারীদের সাথে পরিচালিত নিবিড় সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পরিলক্ষিত হয়:

১. মাত্র ৪/৫ জন নারী সহকর্মী সংস্থার জেন্ডার নীতিমালা এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে পড়েছেন। যদিও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালাটি এবারের ডায়েরীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নারীকর্মীদের সাথে সকালের সভা

২. কর্মীদের মধ্যে একজনের জেন্ডার পলিসি অনুযায়ি সুবিধা নিয়ে অনাগ্রহ দেখা যায়। যেমন, বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও শিশুভাতা নেওয়ার জন্য এখনও আবেদন করেননি।

৩. গত ছয়মাস ধরে মাসিক সমন্বয় সভায় নিয়মিত বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করার কারণে কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা কমে এসেছে। তবে এই ধরণের সভা নিয়মিত অব্যাহত রাখা জরুরী।

৪. নারীদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকে অভিযোগ করেন, মাসে একবার ঋতুচলাকালিন ছুটির আবেদন করলে বেশির ভাগ শাখা ব্যবস্থাপক পরে ছুটি নিয়েন বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান। যদিও সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ি এসময় নারী কর্মীগণ ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

৫. প্রতি মাসে একবার রাত ১০টা পর্যন্ত অফিসে হিসাব মিলানোর জন্য অবস্থান করার বিষয়ে তারা বলেন, এটা সন্ধ্যার মধ্যে সম্পন্ন হলে তাদের বাড়ি যেতে সুবিধা হয়। এছাড়া গড়ে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত প্রতিদিন নারীকর্মীদের অফিসে অবস্থান করতে হয়।

৬. প্রায় ৪/৫ জন সিডিও সংস্থায় ৫–৮ বছর পর্যন্ত একই পদবীতে কাজ করছেন। কারণ হিসেবে তারা বলেন, হিসাব রক্ষক বা শাখা ব্যবস্থাপক হলে কাজের চাপের কারণে তাদের বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে। একারণে তারা আগ্রহ দেখান না। কিন্তু সংস্থা নারী কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে পরীক্ষামূলক কিছু উদ্যোগ নিতে পারে যাতে তারা এই পদগুলোতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

৭. বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে উপস্থিত নারী সহকমীরা বলেন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা প্রনয়ণ এবং ওরিয়েন্টেশনের ফলে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাসহ নারী সংবেদনশীল আচরণে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করছে। সংস্থার জেন্ডার সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ নিরাপত্তা, আস্থা এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ:

সংস্থার নারী কমীদের সাথে আলোচনার পর দুপুরের খাবারের বিরতি শেষে দ্বিতীয় ভাগের সভা শুরু হয় যেখানে সংস্থার (নোয়াখালী) সকল পুরুষ কমী উপস্থিত ছিলেন। এই সভা সঞ্চালনা রিজিওনাল প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ফিরোজ আলম। প্রথম সভায় উত্থাপিত অভিযোগের আলোকে জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়নে নারী সহকমীদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিৎ সেবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সহকারি পরিচালক- জেন্ডার এবং প্রশিক্ষণ, ফেরদৌস আরা রুমী। সভার আলোচিত বিষয়সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. ফেরদৌস আরা রুমী বলেন, নারীর প্রতি যেকোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ, কটুক্তি, যৌন হয়রানিসহ যেকোন ধরনের আচরণে সংস্থা শূণ্য সহিষ্ণুতা প্রকাশ করবে। শুধু তাই নয় নারীকে আরো বেশি দায়িত্বশীল এবং দক্ষ কমী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সংস্থা নারী কমীদের প্রতি ইতিবাচক বৈষম্য করবে। পাশাপাশি শাখা ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব রয়েছে, আরো বেশি দক্ষ নারী সহকমী তৈরি করা।

২. মাত্র ৮/১০ জন পুরুষ সহকমী সংস্থার জেন্ডার নীতিমালা এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে পড়েছেন। যদিও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালাটি এবারের ডায়েরীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩. তিনি আরো বলেন, নারীকমীদের রাত পর্যন্ত অফিসে কাজের জন্য কেন অবস্থান করতে হয় জানতে চাইলে বেশির ভাগ ব্যবস্থাপক জানান তারা যথাসাধ্য তাদের সহযোগিতা করতে যাতে তারা দ্রুত বাড়ি যেতে পারে। এসময় তাদের স্মরণ করিয়ে দেন সন্ধ্যার পরে মেয়েদের অফিসে অবস্থান সংস্থার নীতিমালা বিরোধী। নারীরা যাতে নির্বিঘ্নে এবং সন্ধ্যার মধ্যে কাজ শেষ করে বাড়ি যেতে পারে সেবিষয়ে সকল পুরুষ কমী সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করবেন।

পুরুষকমীদের সাথে বিকালের সভা

৪. আর পি সি ফিরোজ আলম মাসে একবার না নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েদের চাহিদা অনুযায়ি ছুটি দেওয়া সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ি প্রাপ্য বলে ব্যবস্থাপকদের মনে করিয়ে দেন। ভবিষ্যতে এধরণের কোন অভিযোগ যেন না আসে সেবিষয়ে ব্যবস্থাপকরা সতর্ক থাকবেন।

৫. আরপিসি আরো জানান, নারী কমীদের প্রতি কোন ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ বা খারাপ ব্যবহার করবেন না উপরন্তু তাদের কোন বিষয় বুঝতে সময় লাগলে ধৈর্য্য ধরে তা বুঝিয়ে দিবেন।

৬. সবশেষে সহকারি পরিচালক-জেন্ডার এবং প্রশিক্ষণ যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সম্প্রতি সংস্থা কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা সকলের নিকট উপস্থাপন করেন এবং যৌন হয়রানি কোন বিষয়গুলোকে বুঝাবে এবং কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা উপস্থাপন করেন এবং এর মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারিঃ
ফেরদৌস আরা রুমী
১৩ মে, ২০১৫